সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থা (সামস্)
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

বাংলাদেশে কমপক্ষে ৪৫টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বাস করছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে ১২,০৫,৯৭৮ জন আদিবাসী লোক সংখ্যা বাস করে যা মোট জনসংখ্যার ১.০৮% ভাগ। এসব আদিবাসীদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫,১৪,৮০৫ জন এবং সমতল অঞ্চলে ৬,৯১,১৭৩ জন বসবাস করছে। ২০০১ সালের আদমশুমারীতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ঠ্য না থাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তাদের ধারণা মতে সারা দেশে কমপক্ষে ২৫ লাখ আদিবাসী জনগোষ্ঠী হবে (তথ্য সুত্র- *আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি: প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকত, মঙ্গল কুমার চাকমা)।*

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শ্যামনগর উপজেলাতে মোট ৮টি ইউনিয়নে (গাবুরা, বুড়িগোয়ালিনী, মুন্সীগঞ্জ, আটুলিয়া, ঈশ্বরীপুর, শ্যামনগর সদর, রমজান নগর, কৈখালী) ২৩টি আদিবাসী মূন্ডাপাড়াতে প্রায় ৩০০০ এর অধিক আদিবাসী মুন্ডা জনগোষ্ঠী বাস করে। সুন্দরবন আদিবাসী মূন্ডা সংস্থা (সামস্) শ্যামনগর উপজেলার একমাত্র আদিবাসী উন্নয়ন মূলক সংস্থা। ২০০৩ সাল থেকে সুন্দরবন উপকুলে বসবাসরত আদিবাসী মুন্ডাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কম্যুনিটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতামুলক কর্মসূচী, খাদ্য নিরাপত্তা, আদিবাসী মুন্ডাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও প্রসার বিষয়ক ক্ষুদ্র আকারে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা প্রায় ২২০ বছর পূর্বে ভারতের ঝাঁড়খন্ড, বিহার ও রাঁচী থেকে এই অঞ্চলে এসেছেন। তৎকালীন জমিদারেরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের আবাদ করার জন্যএ অঞ্চলে নিয়ে আসেন এবং এখানে জঙ্গল পরিষ্কার করে অনাবাদি জমি চাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত করেন। এক সময়ে এসব মুন্ডাদের প্রচুর জমি থাকলে বর্তমানে তারা এখন অধিকাংশ ভূমিহীন। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল এসব মুন্ডাদের ভূমি বিভিন্ন কৌশলে দখল করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুন্ডা পদবীর পরিবর্তে সরদার পদবী এবং এক বিঘা এর নাম করে এক একর জমি রেকর্ড করা। এছাড়াও সামাজিক বৈষম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজের অবহেলিত বা বঞ্চিত হওয়ার এটি একটি কারণ। শিক্ষার হার কম থাকায় সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন বেশি আছে।

এই অঞ্চলের মুন্ডাদের পুজা-পার্বণ ও খাদ্য অভ্যাস ভিন্ন রয়েছে। আদিবাসী মুন্ডাদের গুরুত্বপূর্ণ পূজা-পার্বণ সমুহ হলো- কারাম পূজা, ডাংরীখড়ম পূজা/পাহাড়ী পূজা, সারুল পূজা, সহরেই পূজা, গ্রামসারা ইত্যাদি এবং খাদ্য তালিকায় আছে শামুক, ইদুঁর, কুচে, জোংড়া, কাঁকড়া ইত্যাদি।
সামস্ এর ক্ষুদ্র প্রচষ্টার পাশাপাশি এবং সরকারের পাশাপাশি এ অঞ্চলের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা আদিবাসী মূন্ডাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সামস্ এর প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে এ সংস্থাটি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। নিজেদের উন্নয়নের ভূমিকা নিজেরাই রাখতে পারবে। আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তারা আরো ভালভাবে রক্ষা করার ভূমিকা রাখতে পারবে।

পাশাপাশি এলাকার সুশীল সমাজ ও সরকারী এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট এবং সাংবাদিক ভাইদের নিকট আবেদন করছি শোষিত ও নির্যাতিত আদিবাসী মুন্ডাদের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আপনাদের সকলের সহযোগীতা পেলে এই অবহেলিত সমাজে আবার আনন্দ ফিরে আসবে, পুজা-পার্বন ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে নাচে-গানে এ গ্রামকে ভরিয়ে তুলবে। ভয় কাটিয়ে সবার মুখে হাসি ফুটে উঠবে।

সমস্যাবলী:
১। ৫ নং কৈখালী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কেওড়াতলী মুন্ডাপাড়ার হরিপদ মুন্ডার তত্বাবধানে পরিচালিত প্রাচীন বনবিবি মন্দির ভাংচুর ও মন্দির নির্মাণে বাধা প্রদান এবং মন্দিরের জায়গা দখল করার পাঁয়তার করছে কিছু স্বার্থন্বেষী মহল। (ঘটনা ঘটেছিল গত ০৭-০২-২০১৮ ইং)।

২। ৮ নং ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ধুমঘাট মুন্ডাপাড়ায় যাদব গং এর ৮ বিঘা জমি নিয়ে সমস্যা, বিশ্বকর্মা মুন্ডা, অশ্বিন মুন্ডা ও রুপো মুন্ডার ১২ বিঘা জমি নিয়ে সমস্যা, মনসা গং এর ২৭ শতক জমি নিয়ে সমস্যা চলমান আছে। এছাড়াও কাশিপুর মুন্ডাপাড়া, ভেটখালী মুন্ডাপাড়ার পারুল মুন্ডার জমি নিয়ে সমস্যা চলমান রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, যেসব জমি নিয়ে সমস্যা চলমান রয়েছে সেগুলো জাল দলিল বা, প্রতারণার মাধ্যমে দখল করেছেন স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ।

৩। আদিবাসী মুন্ডাদের সামাজিক প্রথা অনুসারে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ভূমিহীন এসব মুন্ডাদের মৃত ব্যক্তির কবর দেওয়ার নির্দিষ্ট কোন জায়গা না থাকায় অনেক বিপদে পড়তে হয়। অনেক সময় সনাতন ধর্ম অনুসারে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করা হয় যাহা মুন্ডা সমাজের প্রথা বিরোধী।

৪। যদিও উপকুল অঞ্চলে বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির ব্যাপক সমস্যা রয়েছে। তারপরও কিছু কিছু মুন্ডাপাড়ার নারীরা ২/৩ কিলোমিটার দুর থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করেন।

৫। সরকার কতৃক চলমান যেসকল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী রয়েছে সেসকল কার্যক্রম থেকে আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায় বঞ্চিত রয়েছে।

৬। সরকার কতৃক প্রদত্ত কৃষি অধিদপ্তরের অধীনে গরীব ও দরিদ্র কৃষকদের জন্য সরবরাহকৃত সার, বীজ, কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ প্রদান করা হয় সেখানেও আদিবাসী মুন্ডারা বঞ্চিত।

৭। আদিবাসী মুন্ডাদের অস্তিত্ব হলো তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি। কিন্তু আজ চর্চার অভাবে মুন্ডা ঐতিহ্যগত খেমটা, ঝুমুর ও টুসু গান বিলুপ্তির পথে। সংস্কৃতি চর্চার অভাবে মুন্ডা যুবক যুবতীরা বাঙালী সংস্কৃতির উপর ঝুঁকে পড়ছে।

৮। সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে আদিবাসী মুন্ডা শিক্ষার্থীদের আদিবাসী প্রত্যায়নপত্র অতীব জরুরী। কিন্তু মুন্ডা শিক্ষার্থীগণ উপজেলা হতে সময়মত এই প্রত্যয়ণপত্র সংগ্রহ করতে পারে না। যার কারণে অনেক মুন্ডা শিক্ষার্থী সেসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

৯। সমতলের আদিবাসীদের জন্য যে ভূমি আইন আছে তার যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বত্ব ভূমি আইন ১৯৫০ এর ৯৭ ধারা যথাযথ বাস্তবায়ন নেই। এবং জাতীয় পরিচয়পত্র অনুসারে মুন্ডাদেরকে ওয়ারেশকাম সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় না।

১০। আদিবাসী মুন্ডারা যেহেতু প্রকৃতি পূজীরী। কিন্তু তারপরও তাদের কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো রক্ষণা বেক্ষণের অভাবে ধ্বংস প্রায়। অধিকাংশ এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমুহের কোন অবকাঠানো নেই।

আমাদের দাবী সমুহঃ

১. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের কোটা ভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।
২. আদিবাসীদের ভূমি বিষয়ক রাষ্ট্রীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন ১৯৫০ এর ৯৭ ধারা যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মিথ্যা ও হয়রানীমূলক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।
৩. উপজেলা ও জেলা ভিত্তিক আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য গৃহিত নীতি নির্ধারণ কর্মসূচীতে আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
৪. আাদিবাসীদের জীবনধারাকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আদিবাসী জনগোষ্ঠির মতামত গ্রহণ করা।
৫. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৈচিত্রতার সাথে যথাযথসঙ্গতি বিধানের জন্য উন্নয়ণ নীতি গ্রহণ করা, আদিবাসী নারী, শিশু ও তরুণদের গুরুত্ব প্রদান করে আদিবাসীদের উন্নয়নে বাস্তবধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৬. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্থানীয় সরকারের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
৭. আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে উপজেলা ভিত্তিক আদিবাসী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।